দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ AUG. 16 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন

দক্ষ সৃজনশীল জনশক্তি গঠনের প্রয়োজনে শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত রাখা দরকার। দেশের সচেতন মহল গত কয়েক বছর থেকেই রাজনৈতিক নেতাদের এ কথাটি বুঝাবার চেষ্টা করে আসছেন যে, ছাত্র নিয়ে তাদের দলীয় খেলা বন্ধ করা উচিত। বারবার এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, দলীয় রাজনীতির কারণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শান্ত পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সম্প্রতিও দেশের উচ্চ শিক্ষার অনেক প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির কারণে রক্তারক্তি হয়েছে, এখনও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। দলীয় রাজনীতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকা এবং নৈরাজ্য বহাল থাকা সত্ত্বেও শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন নিশ্চুপ হয়ে আছেন ঠিক সেই সময় নাগরিক কমিটি আয়োজিত বিশেষজ্ঞ পরামর্শক সভার বক্তাগণ দলীয় ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করার পক্ষে সুস্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন। দলীয় রাজনীতির কারণে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যাচ্ছে বলেও তারা উল্লেখ করেছেন। বাস্তবতার প্রেক্ষিতে রাজনীতি থেকে ছাত্রদের বাইরে রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন তারা। তাদের এই অভিমতের প্রেক্ষিতেই বলা যায় যে, রাজনীতি থেকে শুধু ছাত্র নয় শিক্ষকদেরও দূরে থাকা আবশ্যক। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক সুসম্পর্ক স্থাপন এবং প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ রক্ষার্থেই কেবলমাত্র শিক্ষাদান এবং শিক্ষা অর্জনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হওয়া উচিত।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির যে কালো অধ্যায় শুরু হয়েছিল তা গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকেই গিলে খাচ্ছে। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মূলত রাজনীতির নামে দলীয় ক্যাডার বাহিনী পোষা হচ্ছে। এমন অভিযোগও রয়েছে যে, শিক্ষকগণও দলীয় প্রভাবপুষ্ট হয়ে শিক্ষাঙ্গনে নানা বিতর্কের জন্ম দিচ্ছেন। এমনকি শিক্ষক পদে যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তার অভিযোগ নতুন নয়। সর্বোচ্চ ডিগ্রীতে প্রথম শ্রেণী প্রদানের ক্ষেত্রেও কোন কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ রয়েছে। ছাত্র রাজনীতির কারণে দেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর এর মাশুল দিতে হচ্ছে দেশের সাধারণ ছাত্র-অভিভাবকদের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অচল অবস্থার কারণে অনেক ছাত্রই তাদের চাকরির বয়স হারাচ্ছে। আবার অনেকেই বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজনীতির কুপ্রভাব মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পড়তে শুরু করেছে। শুনতে খারাপ লাগলে এ কথাই সত্যি যে, দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ/সহযোগী হিসেবে ছাত্র সংগঠন থাকার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষা অচলাবস্থার সুযোগ নিয়ে এমন অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে যেখানে শিক্ষার চেয়ে বাণিজ্যই প্রধান। ছাত্ররা দেশের সবচেয়ে সচেতন অংশ। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত অনেক জাতীয় অভ্যুত্থানে ছাত্ররা প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ছাত্ররা সবসময়ই প্রত্যেক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে থাকবে এবং তাদের কারণে সাধারণ ছাত্র ও দেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। ছাত্রদের একমাত্র কাজ অধ্যয়ন করা। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। ভাল ছাত্র নাহলে ভাল শিক্ষক, ভাল আমলা, ভাল পেশাজীবী অথবা ভাল রাজনীতিক হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ শিক্ষাঙ্গনে যথাযথ পাঠদান সম্ভব না হলে দেশ এক সময় আপনাতেই মেধাশূন্য হয়ে পড়তে বাধ্য। ফলে জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। দেশের প্রয়োজনে অনেক কিছুই আমদানী করা যায় কিন্তু দেশপ্রেম আমদানী করা যায় না বিধায় এ দেশের ছাত্রদের উপর দায়িত্ব বর্তায় আগামী দিনের সুন্দর একটি দেশ গড়ার। এ লক্ষ্য অর্জনে ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থাকতে হবে। তার অর্থ এই নয় যে, দেশের ছাত্র-শিক্ষকগণ জাতীয় বিষয় বিযুক্ত থাকবেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনৈতিক সচেতনতা প্রয়োজন; তবে কর্মীর ভূমিকায় নয়।

প্রত্যক্ষ রাজনীতির কারণে শিক্ষাঙ্গনে অসুস্থ পরিবেশ বিরাজ করছে। আজকের ছাত্রসমাজ যৌক্তিক, ইতিবাচক ও অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেই। তারা চাঁদাবাজি, মাস্তানী, ছিনতাই, খুন, অপরের জমি দখল, ঠিকাদারি, আদম পাচার, অস্ত্র ব্যবসা, নেগোসিয়েশনের মানি আদায় করা এমনকি পর্ণগ্রাফি তৈরীর মতো সামাজিক অপরাধে যুক্ত হয়ে পড়েছে। এসব কারণে শিক্ষাঙ্গনের হানাহানিতে অনেক সাধারণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রাণ দিয়েছে। শিক্ষাঙ্গনগুলো বাস্তব অবস্থা বিচারে ১৯৮৬ সালে মন্ত্রিসভায় ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। গত বছর একটি দৈনিকের পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, অংশগ্রহণকারীদের ৯২ ভাগই ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পক্ষে অভিমত দিয়েছে। বিগত এবং বর্তমান সরকারও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে। কিন্তু ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার জন্য যে কমিটমেন্ট থাকা প্রয়োজন তার অভাবেই এখনও ছাত্র রাজনীতি বহাল রয়েছে। বিদ্যমান এ পরিস্থিতিতে নাগরিক কমিটি শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি মুক্ত করার যে আহ্বান জানিয়েছে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া গেলে দেশের শ্রেণী-পেশার দায়িত্বশীলরা এর সাথে থাকবেন বলে আশা করা যায়। ঐকমত্যের ভিত্তিতে ছাত্র সংগঠন নিষিদ্ধ করাই যথেষ্ট নয়– বরং শিক্ষকদের রাজনীতিও নিষিদ্ধ করা দরকার। এ কথা সকলকে মনে রাখতে হবে যে, দেশের জন্য রাজনীতি। সুতরাং দেশকে এগিয়ে নিতে হলে শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। জাতীয় স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে সকল মহল নাগরিক কমিটির আহ্বানে সাড়া দিবেন বলে জনগণ আশা করেন।